প্যা ৷ রি ৷ স

সাগর সৈকতে

প্যারিসে বাঙালি পরিবার সাগর সৈকতে

দিনটি ছিল ১৫ আগস্ট রোববার। Clichyবাসী আমরা ৭০ জন সদস্য মিলে Fort Mahon Plage সি-বিচে গিয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ ধরে Clichy সংলগ্ন পার্কে বিকেলে আমরা সমবেত হলেই শুধু পিকনিকে যাওয়ার আলাপ করতাম। অনেক ভাবীদের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সাহেবদের ছুটি নেই। কোনো কোনো ভাবী ভাই ছাড়াই বাচ্চাদেরও নিয়ে গেলেন। কোনো কোনো ভাইও একা গেলেন। ভাবীরা অসুস্থ। আমি অনেক দিন ধরে যাবো কি যাবো না ভাবছি। একে তো রোববার দিন সাহেবের ছুটি নেই, তারপর দুটি বাচ্চা নিয়ে এত দূর পথ ঝামেলা আছে। সাহেব বারবার বলছেন বাচ্চাদের নিয়ে তুমি চলে যাও। কিন্তু আমার এক কথা, তুমি না গেলে আমি যাবো না। শেষ পর্যন্ত ওকে ছুটি নিতেই হলো। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হলো ১৫ আগস্ট সকাল ৭টায় France Telecom বাস স্টপেজের কাছে সবাই একত্রিত হবেন। ওখান থেকে বাস ছাড়বে। কিন্তু বাঙালির টাইম তো! ৭টায় বললেও অনেকে ঐ স্থানে এসেছেন ৮টায়। আমরা রওনা দিলাম ৮-৩ মিনিটে। সে এক আনন্দঘন মুহূর্ত। মনে হলো Clichy বাসী বাঙালি সবাই মিলে আমরা এক পরিবার। গাড়িতে মাইকের ব্যবস্থাও ছিল। প্রথমে কয়েকজন স্বাগত বক্তব্য রাখলেন। তারপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেরাত, কবিতা, গানের প্রতিযোগিতা হলো গাড়িতেই। সকাল ১০টা নাগাদ প্যারিস থেকে ১০০ কি.মি. দূরে একটা স্থানে আমরা নাস্তা খাওয়ার জন্য নামলাম। ভাইয়েরা প্যাকেট নাস্তা বিতরণ করলেন।

এরপরে আবার আমরা গাড়িতে উঠে সি-বিচের উদ্দেশে রওনা দিলাম। গাড়িতে উঠে আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হলো। ভাই, ভাবীদের গান, কবিতা, কৌতুক ইত্যাদির মাধ্যমে মুখরিত হয়ে উঠলো আবারও গাড়ি। মাঝে মাঝে ক্যাসেট প্লেয়ারে হিন্দি গান বাজলো। দুপুর ১২টা নাগাদ আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম। দূর থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। কি যে আনন্দ লাগছে, কখন গাড়ি থেকে নামবো? গাড়ি সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে রাখতে হবে। আশপাশে ২/১ স্থানে পার্কিংয়ের জায়গা পাওয়া গেল না। কিছু দূরে ৫০ ইউরোর বিনিময়ে পার্কিং পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে নামার আগে এক ভাই ঘোষণা দিলেন আশপাশে ঘোরাঘুরি করে সবাই যেন ১টার ভিতরে গাড়ির কাছে চলে আসেন। এখানে দুপুরের খাওয়া হবে, তারপরে আমরা সি-বিচে যাবো। যাই হোক, সবাই কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ১টার মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে চলে এলাম। চাদর বিছিয়ে সবাই যার যার আসনে খাওয়ার জন্য বসে পড়লাম। ভাত, তরকারির পাতিল দেখে খাওয়ার জন্য খুবই লোভ হচ্ছে। কিন্তু সবকিছু গাড়ি থেকে নামানোর পর দেখা গেল প্লেট আনা হয়নি। এক ভাই ভুলে প্লেটগুলা তার গাড়িতে ফেলে এসেছেন। অগত্যা কি আর করা, দোকান থেকে প্লেট কিনে আনা হলো।

দুপুরের খাওয়ার পর্ব শেষ করে সবাই হৈ চৈ করে সি-বিচে রওনা দিলাম। সাঁতারের ইচ্ছে যার যার ছিল কেউ কাপড় পাল্টালো কেউ বা পরনের কাপড় নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সি-বিচের সে কি অপূর্ব দৃশ্য। সমুদ্র তীরে হাজার হাজার নর নারী, কেউ পানিতে সাঁতার কাটছে, কেউ খালি গায়ে তীরে শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। আকাশ সমুদ্র যেন একই রং ধারণ করেছে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম। ভাইয়েরা বালুচরে ফুটবল খেললো। তারপর আবার সবাই বাসের কাছে চলে এলাম। যার যার খুশি হারমোনিয়ামে গান করলো। ভাবীদের সুইগাঁথা, হাঁড়িধরা খেলার প্রতিযোগিতা হলো। ভাইদের এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা হলো। রাত ৮টায় বাসায় ফিরে আসার উদ্দেশ্যে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলা শুরু করলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হলো। ১০টায় আমরা আগের যে জায়গায় নাস্তা খেয়েছিলাম আবার ঐ স্থানে নাস্তা খাওয়ার জন্য গাড়ি থেকে নামলাম। ১৫ মিনিটের মধ্যে নাস্তা পর্ব শেষ করে আবার আমরা রওনা দিলাম। রাত ১১.৩০ মিনিটে আমরা France Telecom-এর কাছে মানে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঐখানে এসে গাড়ি থেকে নামলাম। সকাল ৮টা থেকে রাত ১১.৩০ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারো ঘন্টা সত্যিই খুবই আনন্দমুখর কেটেছিলো মুহূর্তগুলো। খুবই ভালো লেগেছিল। দেশে স্কুল-কলেজ থেকে অনেক বার পিকনিকে গিয়েছি। এবারের পিকনিকটা সত্যি ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিল। প্রবাসের নিঃসঙ্গ জীবনে অনেক দিন পরে সবাই একত্রিত হতে পেরে মনে হয়েছিল যেন বাংলাদেশেই আছি। কবে হবে আবার এই মিলন- সেই প্রতীক্ষায়।

Shahara Khan
26 Fernand Pelloutier
92110-Clichy, Paris-France

বনভোজনের একাংশ

ই টা লি

GRAN SASSO পাহাড়ের চূড়ায়

গত ১৫ আগস্ট মানিকগঞ্জ সমিতি ইটালি আয়োজন করে বার্ষিক বনভোজন ইটালির পাহাড়ে ঘেরা L'aquila Terme-এর শহরের অন্যতম সুউচ্চ পর্বতমালা GRAN SASSO পাহাড়ে। প্রতি বছরের মতো এবারেও ১৫ আগস্ট মানিকগঞ্জ সমিতি বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করেন সভাপতি মতিয়ার রহমান। মানিকগঞ্জ প্রবাসীরা বার্ষিক বনভোজনের জন্য মধ্য বছরে অন্তত একবার একত্রিত হন। পূর্ব থেকে সকলে এ দিনটিকে নির্ধারিত করে রাখেন। আগস্ট মাসে সকল একত্রিত হয়ে বনভোজনে যাবেন।

সকাল ৮টায় ইটালির রাজধানী Roma-র Magliana'র নির্ধারিত স্থানে বনভোজনের জন্য সবাই উপস্থিত হয়। সকলের মত বিনিময়, শুভেচ্ছা বিনিময় এক অনাবিল আনন্দ। বাসে আসন গ্রহণ করে ৯ টায় বাস ছেড়ে দেয় GRAN SASSO উদ্দেশে। Magliana শহর থেকে হাইওয়ে পথ ধরে নতুন স্থান দেখার প্রত্যাশা সকলের মনে নতুন আশা, বার্ষিক বনভোজনে আনন্দের জন্য বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার জন্য তিন জন বিচারক রাখা হয়।

প্রথমে আওতো গিলে বাস থামানোর পর সকালের নাস্তা। নাস্তার বিরতির পর বাস এবার হাইওয়ে ধরে ছুটে চলে L`aquila Terme'র দিকে। এবার প্রতিযোগিতার পালা।

উপস্থাপকের চলনা ঘুরে আসি আজনাতে গানের সঙ্গে সকলে সুর মিলাতে থাকে। বিচারকদের রায়ে তিনজন বিজয়ী। ১. মিসেস পান্না ২. মিসস শাহীন ইরাও ৩. মাসুদ। এরপর শিশুদের আবৃত্তি, গান। সকল শিশুই বিজয়ী। এরপর মহিলাদের গান। বিজয়ী ১. আদৃমা, ২. মুক্তা, ৩. মধু। প্রশ্নউত্তর বিজয়ী ১. ইরা ২. মুক্তা ও ৩. আজিজ। দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় সবাই বিজয়ী কেননা বিচারকদের রায় ঘোষণা মুশকিল হয়ে পড়ে সবাই বিজয়ী বলায় করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে, আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাস উঠতে থাকে উপরের দিকে। সমতল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কখনো নিচু ও উঁচু এভাবে উঠতে উঠতে বাস চলে যায় GRAN SASSO পাহাড়ের মাঝখানে। এরপর আর বাস গাড়ি কোনো কিছুই ওঠা সম্ভব নয়। আবার পাহাড়ের সমতল থেকে এ পর্যন্ত ওঠার জন্য লিফটও আছে, 900 Euro টিকিট। তবে আমাদের বাস ওঠে সর্বোচ্চ স্থানে।

এখানে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী খাবার বিরিয়ানি। এটাই যেন বনভোজনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। অনেকে বলেন, বনে খেলে বনভোজন আর পাহাড়ের চূড়ায় খেলে পাহাড় ভোজন কেন হবে না। হাসি আর ধরে রাখা যায় না।

খাওয়া শেষে এবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে হেঁটে হেঁটে। ২৩০০ মিটার উচ্চতা দেখে মহিলারা প্রথমেই হতাশ। কেউ কেউ সাহস করে ওঠার চেষ্টা করলেও কিছু দূর ওঠার পর অনেকে নেমে যায়।

শুধু মুক্তা ও মিসেস আমীন ঐ উঁচু পাহাড়ে ওঠেন। আকাশের সঙ্গে মিতালী যেন এ জায়গাটা। হঠাৎ হঠাৎ মেঘ এসে ছেয়ে ফেলে। ঠান্ডা হিমেল বাতাস পাহাড়ে ওঠার সব কষ্ট দূরে করে এক শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। এ এক মহা আনন্দ।

এখানে বড় বড় পাথরের পাহাড় বলেই GRAN SASSO নামটি দেওয়া হয়েছে। চূড়ার ঠিক অপর পাশে পাহাড় কিন্তু মাঝখানে বিশাল উপত্যকা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামাটাও বড় কষ্ট। পাহাড় ঘুরে ঘুরে পথ নামতে হয় অতি সতর্কতার সঙ্গে। একটু ফসকে গেলে জীবন শেষ। এই মহা ঝুঁকি নিয়েও প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক নিজেদের আগ্রহে এই বিশাল পাহাড় দেখার জন্য আসে। স্বচক্ষে না দেখলে এর অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

ইটালি সত্যিই বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা ঘুরে দেখে শেষ করা যায় না। এই অপূর্ব সৃষ্টিকে মানুষ দিয়েছে রূপ, আর তা দেখার জন্য পর্যটকের ব্যাকুল আগ্রহ। একা একা অনেক স্থান দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বছরে একবার সবাই একত্রিত হয়ে বনভোজনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলো দেখা হয়। মানিকগঞ্জ সমিতি প্রতি বছরই ইটালির বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রসিদ্ধ স্থানগুলো ঘুরে দেখে। আগামীতে অন্য কোনো স্থান ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ সবাইকে।

এবার ফেরার পালা। বাস সন্ধ্যা ৬ টায় ছেড়ে দেবে। দু'একজনের কারণে কিছুটা দেরিতে হলেও ৬.৩০ মিনিটে GRAN SASSO থেকে Roma র উদ্দেশ্যে বাস ছেড়ে দেয়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উঁচু থেকে নিচুর দিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ পাহাড় থেকে সমতলে আসার পর শুরু হয় চুটকি, ধাঁধা, কৌতুক।

আনন্দ উল্লাসে সময় ফুরিয়ে আসে। যার যা ছিল আনন্দ দেবার দিয়েছিল সবটুকু। শেষ বিদায়ের আগে উপস্থাপক বিজয়ীদের পুরস্কারের ঘোষণা দেন। সভাপতি পুরুস্কার বিতরণ করেন। করতালিমুখর হয়ে সবাই Grazia Grazia বলতে থাকে। সভাপতি ও উপস্থাপক সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নেন।

Rezaul Karim Mridha
ইটালি

জা পা ন

জাপান প্রবাসী কল্যাণ সমিতির ত্রাণ সাহায্য

জাপানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন 'প্রবাসী কল্যাণ সমিতি'। দীর্ঘদিন ধরে তারা প্রবাসীদের উন্নয়নে কাজ করছেন। তারা তাদের কার্যক্রম জাপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন বাংলাদেশের বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতিও।

সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ সমিতি বাংলাদেশের বন্যার্ত জনগণের সাহায্যের জন্যে ১২০০ ডলারের সমপরিমাণ ৭০ হাজার ৩৫ টাকা পাঠিয়েছেন। এই অর্থ জমা দেয়া হয়েছে প্রথম আলোর ত্রাণ তহবিলে। প্রবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষে টাকা পাঠিয়েছেন রাহমান মনি।

দ: । কো । রি । য়া

বিয়েবন্ধনে কোরিয়ানরা উৎসাহ হারাচ্ছে!

জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ে এই তিনটি সত্যি হলেও গত ৮ বছর যাবৎ আমি দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থান করে দেখতে পাচ্ছি কোরিয়ার নতুন প্রজন্ম বিয়ে করে সংসারী হতে আগ্রহী নয়। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই বিয়ে বন্ধনকে দায়বদ্ধতা এবং ঝামেলা মনে করছে। তাদের সিংহভাগের অভিমত হচ্ছে- বন্ধু বা বান্ধবী নিয়ে ক্লাবে যাবো, নাচবো, তারপর কারো বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালে যে যার কর্মস্থলে চলে যাবো। গত বছর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা সুখের নীড় গড়ার প্রত্যাশায় বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৪৯% যুগলের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ৪০% নর-নারীর ঘর কোনো মতে টিকে থাকলেও ডিভোর্স ছাড়া যে যার মত করে দায়বদ্ধহীন ভাবে চলছে। কোরিয়ায় একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে বিয়ের পর প্রত্যেক স্বামীকে বেতনের খাম মাস শেষে স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হবে। স্ত্রীর উপার্জিত অর্থও স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত থাকে। স্ত্রী সংসারের সমস্ত খরচ ও স্বামীর দৈনিক হাত খরচ হিসাব মতো দিয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় স্বামী হিসাবের বাইরে অধিক পরিমাণ টাকা চাইলে স্ত্রীর সন্দেহ হয়, তারপর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

নারী-পুরুষের স্বাবলম্বিতা এবং বহুগামিতা বিয়ে বিচ্ছেদের মূল কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব ঘটনায় নতুন প্রজন্ম বিয়েকে ঝুঁকি মনে করছে, তাই পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমি সম্প্রতি সিউল ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীর কাছ থেকে জেনেছি তারা জন্মের পর তাদের পিতা কে বলতে পারেনি। জন্মদাত্রী মা যার সন্তান পেটে ধারণ করে জন্ম দিয়েছে তার চেহারাও ভুলে গেছে। ১৭/১৮ বছরে একবারও জন্মদাতাকে খুঁজে বের করতে পারেনি বা খোঁজার প্রয়োজনীয়তাও মনে করেনি। আবার এমন যুগলও দেখেছি লিভ টুগেদার করে ছেলে সন্তান জন্ম দিয়ে বড় হওয়ার পর বাবা-মা বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। মা-বাবার বিয়েতে ছেলে মেয়েরা আনন্দ উৎসব করছে। বাবা-মাকে উপহার দিচ্ছে এবং তাদের জীবন সুখী ও সুন্দর হওয়ার জন্যে কামনা করছে। আমাদের দেশে পিতৃপরিচয়হীন সন্তানদের জারজ হিসেবে সমাজ অবজ্ঞা করলেও এদেশে আমাদের কবির সেই উক্তিটি মূল্যায়ন হয় বেশি- জন্ম হোক যেথা হেথা কর্ম হোক ভালো। সংখ্যাটি কেউ পাঠালে উপহার পাঠানো হবে।

মোরশেদ আলম (প্রিন্স)
Taelim Air Devices Eng: Co Ltd
668-1 Gongpyong Ri, Dochuck-Myun,
Kwangju-Gun, Kyunggi -Do 464-880,
South Korea

মা । দ্রি । দ

কবি কাজী নজরুল স্মরণে

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ আগস্ট রবিবার মাদ্রিদস্থ রাজ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। সভায় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও স্প্যানিশদের উপস্থিতিতে কবির জীবনীর ওপর আলোকপাত করা হয়। বক্তব্য রাখেন, মোঃ আঃ জলিল চৌধুরী, মিলন, মোঃ নামির, বাদল, সাদেকুর রহমান, আঃ কাইয়ুম, সহিদুল ইসলাম, দিদারুল আলম, সুরুজ মিয়া, ফিরোজ আলম, সফিকুর রহমান, শাহী সেলিম গনজালেছ, এনরিক প্রমুখ।

'বল বীর বল উন্নত মমশির।' 'বন্ধু গো আর বলিতে পারিনা বড় বিষ জ্বালা এই বুকে, দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে' কবির গাওয়া লাইনগুলো পাঠ করে জলিল চৌধুরী উদ্বোধনী বক্তব্য শুরু করেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এই অমোঘ বাণী যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ তথা ইংরেজ জাতিকে হঠাও বলে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য যে সকল বিখ্যাত ব্যক্তি কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা কবিতা, গান এবং সাহিত্যের অন্যান্য রচনা সামগ্রী মানুষকে যুগযুগ ধরে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। বিদ্রোহী কবিতা ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারার ঐ লৌহ কপাট কিংবা তোরা সব জয়ধ্বনি করসহ তার বিভিন্ন রচনা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচারিত হত এবং তখন তা মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হিসেবে পরিলক্ষিত হত।

মোঃ নাছিম বলেন, কবির লেখনি সর্বদাই দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এবং শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে সোচ্চার ছিল। কবির রচিত 'চল চল চল' গানটি আমাদের রণসংগীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মিলন বক্তব্যে তুলে ধরেন যে, দেশ ও জাতির প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে তা যথাযথ প্রকাশের জন্য স্বাধীনতার পর এই মহান কবিকে আমাদের জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আঃ কাইয়ুম বলেন যে, কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে। কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়েছিলেন বলেই হয়তো কতার মধ্যে শোষণ মুক্তির চেতনা কাজ করত। দিদারুল আলম বক্তব্যের শুরুতে বলেন যে, মানুষকে সংগঠিত করা, তাদের শোষণের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা, সর্বোপরি স্বাধীনতার মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা। সাদেকুর রহমান বলেন যে, গল্প, কবিতা, গান, নাটকসহ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কবির হাতের ছোঁয়ার সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি একাধারে বিদ্রোহী কবি এবং প্রেমের কবি। ফিরোজ আলম বলেন যে, কবি তার প্রতিবাদী লেখনীর মাধ্যমে জাতির হৃদয়ে চির জাগরুক থাকবেন এটাই সকলের প্রত্যাশা।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান দুখুমিয়া। দুঃখ ও দারিদ্র্য ছিল তার চির সাথী। ভবঘুরে জীবন, রুটির দোকানে চাকরি, লেটো গানের দলের গায়ক, স্কুলে সামান্য লেখাপড়া, সেনাবাহিনীতে চাকরি। কবি তাঁর একটি গানের মাধ্যমে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন- 'মসজিদের পাশে আমায় কবর দিও ভাই।' ১৯৭৬ সালে তার ওফাত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরে তিনি চিরশয্যায় শায়িত। সুর ও ধ্বনির প্রেমিক কবি নিত্য আজানের ধ্বনি শুনতে পান। কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মুনাজাত করেন শহীদুল ইসলাম। সকল বক্তা বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনকল্পে প্রবাসীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোঃ আঃ জলিল চৌধুরী
C/Ramon Cala Buige 62 Bj-B
2865 3 Madrid. Spain, Tel-0034-91-4780270

ফি । ন । ল্যা । ন্ড

ফিনিশ রাজনৈতিক আঙিনায় বাঙালি

বাঙালির ঘরকুনো অপবাদ বহু আগেই ঘুচেছে। স্বয়ং রবিঠাকুরও আজ এ কথা অস্বীকার করতে পারতেন না যদি তিনি চরম আবহাওয়ার দেশ এই ফিনল্যান্ডেও বাঙালির ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি আর প্রতিষ্ঠা দেখতে পারতেন। তবে সংস্কৃতি আর রাজনীতি বাঙালি সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও এ দুটি বস্তু থেকে বাঙালি খুব বেশি দিন সরে থাকতে পারে না। ফিনল্যান্ডের রাজনৈতিক মঞ্চেও বাঙালির প্রবেশ ঘটে গেছে। তেমন সাড়া জাগানোভাবে না হলেও একেবারে উপেক্ষা করার মতোও নয়। অন্তত পাঁচজন বাঙালি আগামী ২৪ অক্টোবরের রাজধানী হেলসিংকি (Helsinki) এবং তৎসন্নিহিত দুটি শহর এস্পো (Espoo) আর ভান্তা (Vantaa) সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে হেলসিংকি সিটি কাউন্সিলরের পদপ্রার্থী হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম এবং জনাব জহির খান যথাক্রমে ফিনিশ গ্রিন জোট এবং ফিনল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এসডিপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করছেন। অপর দুটি শহর ভান্তায় জনাব মাসুদ আবদুল্লাহ এসডিপির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে উপরোক্ত চার প্রার্থীর প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক হাতেখড়ি মূলত তাদের আদি দেশ বাংলাদেশেই হয়েছে। নবগৃহীত দেশেও জনসংযোগ এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেননি। স্ব স্ব কর্মযজ্ঞের চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তারা বাংলাদেশ এবং ফিনল্যান্ডের মধ্যে সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ায় অর্থপূর্ণ ভূমিকা নিতে সদা প্রস্তুত। সে কারণে এ দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মতো উৎসাহী এবং নিরলস কর্মবীরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

Zaman Sarker, Zaman.Sarker@kolumbus.fi

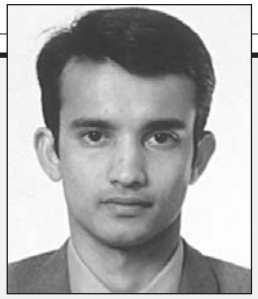

লুৎফর রহমান উজ্জ্বল

জা । পা । ন

চেহলাম

মরহুম মোঃ লুৎফর রহমান উজ্জ্বল ইদুর চেহলাম উপলক্ষে জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীরা একত্রিত হয়েছিল Tokyo, Kita-ku, Tabata Shimin Kai Hall-এ। প্রবাসীদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন জাপানস্থ বাংলাদেশে দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত জনাব এম সিরাজুল ইসলামসহ দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। তারা প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাশে থেকে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং শোকশন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান) আয়োজিত চেহলাম অনুষ্ঠানে দলমত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব সংগঠনের প্রবাসীরা উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করেছেন যে, প্রবাসীরা জাপানে আর একা নন। তারা একত্রিত, তারা সংগঠিত। সুখের সময় তারা যেমন পাশে থাকেন তেমনি শোকেও তারা পাশে থাকেন, একাত্রিত হন। প্রবাসে প্রতিটি বাংলাদেশী একে অন্যের ভাই। সবাই সবার পাশে আছেন এবং থাকবেন। উজ্জ্বল ছিলেন বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির (জাপান) একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি ছিলেন সৎ, কর্মঠ এবং সদালাপী। মুন্সীগঞ্জের মাঠপাড়ার ছেলে মরহুম লুৎফর রহমান উজ্জ্বল ১৯৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জাপান আসেন এবং গত ২৮ জুন জাপানে অকিনাওয়া শহরে আকস্মিক হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। মরহুমের লাশ ২ জুলাই বিমানযোগে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার নিজ শহর মুন্সীগঞ্জের কাটাখালী গোরস্থানে পিতা-মাতার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

RahmanMoni, rahman moni@ny.tokai.or.jp